ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1326-1332
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.352

কালিদাসের রচনায় নারী মনস্তত্ত্ব

শিপ্রা পাল, *গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ, সিধো কানহু মুর্মু বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Kalidasa is universally regarded as one of the greatest poets and dramatists of Sanskrit literature. His works represent the highest achievement of classical Sanskrit poetry in terms of beauty, imagination, and philosophical depth. Because of his extraordinary poetic genius, Kalidasa is often described as the "ever-luminous star" in the vast sky of Sanskrit literary tradition. The exact period of Kalidasa remains uncertain, but many scholars believe that he flourished during the Gupta age, often called the golden age of Indian culture and literature. His literary creations display an extraordinary command over language, refined aesthetic sensibility, and deep understanding of human emotions and nature.

Kalidasa's major works include the celebrated plays Abhijnanasakuntalam, Malavikagnimitram, and Vikramorvasiyam. Among his poetic compositions, Raghuvamsa and Kumarasambhava are regarded as magnificent mahakavyas, while Meghaduta and Ritusamhara are lyrical masterpieces. These works demonstrate his unique ability to blend poetic imagination with natural beauty and human sentiment. One of the most remarkable features of Kalidasa's poetry is his vivid description of nature. In his works, nature is not merely a background but an active participant in human emotions. His descriptions of seasons, landscapes, clouds, rivers, and mountains are filled with sensitivity and artistic brilliance. Another significant aspect of his poetry is the delicate portrayal of love, devotion, separation, and longing, which makes his works deeply appealing to readers across ages.

Kalidasa also shows a profound understanding of Indian culture, mythology, and philosophical thought. His works harmoniously combine aesthetic beauty with moral and spiritual ideals. The influence of Kalidasa extends far beyond India; his play Abhijnanasakuntalam was translated into several European languages and greatly admired by Western scholars and poets.

Thus, Kalidasa stands as an immortal poet whose works continue to illuminate the literary world with timeless beauty and universal human values.

Keywords: Kalidasa, Sanskrit Literature, Classical Poetry, Abhijnanasakuntalam, Meghaduta, Raghuvamsa, Kumarasambhava, Nature in Poetry, Gupta Age, Sanskrit Drama

সংস্কৃতসাহিত্যের এক স্বনামধন্য ও কালজয়ী স্রষ্টা হলেন কালিদাস। সভ্যতার সেই আদিকাল থেকে ঋষিরা যে জীবন বাণীকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তাদের সাধনায়। যে সাধনায় জগৎ সৃষ্টির কথা ছিল, মানব অনুভূতির গল্প এবং জীবনের অন্তঃস্থলে বেড়ে ওঠা দার্শনিক অনুভূতির মোরখ ছিল। ঋষিদের সেই দার্শনিক অনুভূতিকে হৃদয় দিয়ে শোষণ আপন দর্শন ও সৃষ্টিশীলতায় যিনি বইয়ে দিয়েছিলেন তিনি কালিদাস। তার সূক্ষ্ম দার্শনিক অনুভূতি

কাব্যিক ব্যঞ্জনায় অভিব্যঞ্জিত- "সোহম্ আজন্মশুদ্ধানামাফলোদয়কর্মণাম্।[১] আবার একই অনুভূতি "তং সন্তু শ্রোতুমর্হন্তি সদসদ্ব্যক্তিহেতবঃ।"[২] উপমা প্রয়োগে তিনি সিদ্ধহস্ত। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর সভার বর্ণনায় তিনি বলেন-

"সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ যং যং ব্যতীয়ায় পতিম্বরা সা।
নরেন্দ্রমার্গাট্ট ইব প্রপেদে বিবর্ণভাবং স স ভূমিপালঃ।"[৩]

অর্থাৎ, রাত্রিকালে সঞ্চারিণী দীপশিখা রাজমার্গের পার্শ্বস্থ অতিক্রান্ত প্রাসাদগুলিকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করে উত্তরোত্তরবর্ত্তী প্রাসাদ ক্রমশঃ উজ্জ্বল করে তোলে তেমনি স্বয়ম্বরসভায় ইন্দুমতী যে যে ভূমিপালকে অতিক্রম করে চললেন তাদের মুখশশী ক্রমশঃ বিষাদে মলিন হতে লাগল এবং পুরোবর্ত্তী রাজগণের মুখমণ্ডল অনুরাগ লাভেরআশায় সমুজ্জ্বল হতে লাগল। বিশ্বকল্যাণের বাণী তাঁর রচনায় সর্বত্র প্রতিধ্বনিত। কালিদাসের চেতনায় কিভাবে নারী মনস্তত্ত্ব প্রতিফলিত হয়েছে তাই হল আমার বর্তমান গবেষণা পত্রের সারাংশ।

কালিদাসের কাব্যে নারীর প্রেম ও লজ্জার সমন্বয়: কালিদাসের কাব্যে নারীচরিত্র যেন সৌন্দর্য ও সংযমের এক অনুপম সম্মিলন। তাঁর নায়িকারা কেবল প্রেমাসক্ত নয়, তারা লজ্জাশীলা আবার কেবল লাজুক নয়, তাঁরা গভীর অনুরাগে উদ্ভাসিত। প্রেম (শৃঙ্গার) ও লজ্জা (লজ্জা-ভাব) এই দুই বিপরীত স্রোত তাঁর কাব্যে মিলিত হয়ে সৃষ্টি করেছে এক অপূর্ব নান্দনিক সুষমা শকুন্তলা আশ্রম বর্ধিত তাই স্বভাবতই লজ্জা তাঁর অকৃত্রিম আভরণ। "নিসর্গাদেব অপ্রগল্‌ভস্তপস্বিকন্যাজনঃ"[৪] শকুন্তলা চরিত্রে আমরা প্রেম ও লজ্জার সূক্ষ্ম মেলবন্ধন দেখি। তাঁর শৃঙ্গারলজ্জা এক অদ্ভুতভাবে ধ্বনিত হয়েছে–

"অভিমুখে ময়ি সংহৃতমীক্ষিতম্ হসিতমন্যনিমিত্তকৃতোদয়ম্।
বিনয়বারিতবৃত্তিরতস্তয়া ন বিবৃতো মদনো ন চ সংবৃতঃ।।"[৫]

কখনো সে কুশাঙ্কুরের দ্বারা চরণ ক্ষত হয়েছে এই ছলে কয়েক পা গিয়েই থেমে গেছে; গাছের ডালে নিজ বল্কল বসন আটকে না গেলেও ছাড়াবার অছিলাই রাজার দিকে চেয়েছে । এ যেন প্রেমের অন্য এক অভিব্যঞ্জনা- "নানাবিকারৈঃ সুব্যক্তঃ শৃঙ্গারাকৃতিসূচকৈঃ।[৬] দুষ্যন্তের প্রতি তাঁর আকর্ষণ স্পষ্ট, কিন্তু সে প্রেম কখনোই অশালীন উচ্চারণে প্রকাশ পায় না– "মিথঃ প্রস্থানে পুনঃ শালীনতায়াপি কামমাবিষ্কৃতো ভাবস্তত্রভবত্যাঃ।"[৭]

প্রিয়ংবদা ও অনসূয়ার সামনে তিনি লজ্জায় নিমীলিত নেত্রে নিজের হৃদয়ের কথা স্বীকার করেন। দুষ্যন্তকে দেখে তাঁর মনের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি লিখেছেন– "তব ন জানে হৃদয়ং..."[৮] এখানে রয়েছে তাঁর নিবিড় মানসিক আন্দোলন আবার যখন দুষ্যন্ত বিদায় নেন, শকুন্তলার অন্তর ব্যাকুল, কিন্তু মুখে লজ্জার আবরণ। তাঁর প্রেম উচ্চকণ্ঠ নয়, নিঃশব্দ অন্তর্মুখী, অথচ গভীর। কুমারসম্ভবম্-এ পার্বতীর প্রেম আরও সংযত ও তপস্যাময়। শিবের প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রকাশিত হয়েছে কঠোর সাধনায়, কিন্তু প্রত্যক্ষ মিলনের মুহূর্তে তাঁর লজ্জা কবিকে মুগ্ধ করেছে। শিবের সামনে পার্বতীর নম্র অবনত দৃষ্টি, লাজে রাঙ্গা গাল -এইসব চিত্র কাব্যে

---

[১] রঘুবংশম্ ১, ৫

[২] রঘুবংশম্ ১, ১০

[৩] রঘুবংশম্ ৬, ৬৭

[৪] অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, দ্বিতীয় অঙ্ক

[৫] অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ দ্বিতীয় অঙ্ক, ১১

[৬] অর্থদ্যোতনিকা, রাঘবভট্ট

[৭] রঘুবংশম্ ৬, ৮১

[৮] অভিজ্ঞানসশকুন্তলম্ ২, ১৩

শৃঙ্গার রসকে মাধুর্যমণ্ডিত করেছে। একস্থানে কবি বলেন- "সা বালা লজ্জানমিতা" এখানে "লজ্জানমিতা" শব্দেই নারীত্বের সৌন্দর্য ধরা পড়েছে। প্রেম আছে , কিন্তু আত্মসমর্পিত নয়; বরং লজ্জার আবরণে আবিষ্ট । রঘুবংশম্-এ ইন্দুমতী অজ-এর প্রতি আনুরাগ লজ্জাবশতঃ বাণী দ্বারা প্রকট না করলেও প্রেমের সাত্ত্বিকভাব শরীররূপী যষ্টি বিদীর্ণ করে প্রকটিত হয়েছে-

"সা যূনি তস্মিন্নভিলাষবন্ধং শশাক শালীনতায়া ন বক্তুম্।
রোমাঞ্চলক্ষেণ স গাত্রযষ্টি ভিত্বা নিরাকামদরালকেশ্যাঃ।"[৯]

বিক্রমোবর্শীয়ম্-এ উর্বশী স্বর্গীয় অপ্সরা; তবু পুরুরবার প্রতি তাঁর প্রেমে লজ্জার সূক্ষ্ম স্পর্শ রয়েছে। তিনি দেবলোকের নৃত্যশিল্পী, কিন্তু প্রেমে তিনি মানবী। পুরুরবার সামনে তাঁর আকুলতা প্রকাশ পেলেও, প্রথম সাক্ষাতে তিনি সঙ্কোচে নত হন। এই সঙ্কোচই তাঁর প্রেমকে মর্যাদা দিয়েছে।

মেঘদূতে প্রেয়সী সরাসরি উপস্থিত নন, কিন্তু যক্ষের স্মৃতিচিত্রে তাঁর লজ্জাশীলা রূপ ফুটে ওঠে। যক্ষ কল্পনা ক্রেন,প্রিয়ার চরণে অলকাবতীর ফুল, কিন্তু মুখে স্নিগ্ধ লাজ। এখানে প্রেম স্মৃতির মাধ্যমে উদ্ভাসিত, আর লজ্জা সেই স্মৃতিকে কোমলতা দিয়েছে। কালিদাসের কাব্যে নারী কেবল রূপময়ী নয়, রসসমৃদ্ধ। তাঁর নারীরা প্রেমে উজ্জ্বল, কিন্তু সেই প্রেম কখনো উচ্ছৃঙ্খল নয়। লজ্জা তাদের প্রেমকে পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য দিয়েছে। প্রেম যেখানে অন্তরের অগ্নি, লজ্জা সেখানে তার চন্দনলেপ; প্রেম যেখানে আকাঙ্খা, লজ্জা সেখানে সংযমের অলঙ্কার। এইভাবেই কালিদাস নারীর হৃদয়ে প্রেম ও লজ্জার যুগলবন্দী সৃষ্টি করে ভারতীয় কাব্যধারায় এক চিরন্তন আদর্শ স্থাপন করেছেন।

কালিদাসের কাব্যে বিরহবেদনা ও সংবেদনশীলতা: সংস্কৃতসাহিত্যের অমর কবি কালিদাস তাঁর কাব্যে প্রেম, প্রকৃতি ও মানবমনের সূক্ষতম অনুভূতিকে যে অপূর্ব শিল্পে রূপায়িত করেছেন, তার কেন্দ্রবিন্দুতে বারবার আবির্ভূত হয়েছে নারীচরিত্রের বিরহবেদনা ও সংবেদনশীলতা। তাঁর নায়িকারা কেবল প্রেমের অলংকার নন; তাঁরা প্রেমের অন্তর্লীন ব্যথা, প্রতীক্ষার দীর্ঘশ্বাস, স্মৃতির দহন আত্মসমর্পণের নির্মল দীপ্তির জীবন্ত প্রতিমা। মেঘদূতে নির্বাসিত যক্ষ তার প্রিয়ার কাছে মেঘকে দূত করে পাঠায়। এখানে নায়িকার সংলাপ নেই, তবু তাঁর বিরহবেদনাই কাব্যের প্রাণ। যক্ষ কল্পনা করে বলে "চক্ষুঃ খেদাৎ সলিলগুরুভিঃ...।"[১০] মেঘের আগমনে তার নয়নজল শান্ত হবে। এ উক্তিতে নারীর অশ্রু কেবল শোকের চিহ্ন নয়, তা প্রেমের নিবিড়তার প্রতীক। প্রেম যেমন গভীর, বিরহ ঠিক ততটাই গভীর। বিরহিণী প্রিয়া রাত্রির নীরবতায় চন্দ্রালোকে প্রিয়তমের স্মৃতি আঁকড়ে ধরে -এই চিত্রায়ণে কালিদাস প্রকৃতির সঙ্গে নারীর অন্তর্জগতকে ত্রকসূত্রে বেঁধেছেন। মেঘের গভীর গর্জন যেন তার হৃদয়ের আর্তনাদ, বিদ্যুৎ রেখা যেন ক্ষণিক আশার ঝলক।

অভিজ্ঞানশকুন্তলমে নাটকে শকুন্তলার প্রেম ও বিরহ ভারতীয় সাহিত্যের এক চিরন্তন অধ্যায়। রাজা দুষ্যন্তের বিস্মৃতির ফলে শকুন্তলার অন্তরে যে আঘাত জন্মায়, তা ব্যক্ত হয়েছে মৃদু অথচ তীব্র সংলাপে। শকুন্তলার প্রেম কখনও ম্লান হয় না; প্রিয়জনকে বিস্মৃত হওয়া তার ধর্ম নয়। প্রিয়ার জন্য তিনি সুদীর্ঘ বিরহব্রত ধারণ করেছেন। এখানে নারীর সংবেদনশীলতা আত্মমর্যাদার সঙ্গে যুক্ত। তিনি কেবল ব্যথিত নন, অপমানিতও। তাঁর বিরহ দুঃখময় হলেও মর্যাদাপূর্ণ। প্রকৃতির কোলেই বেড়ে ওঠা শকুন্তলার অশ্রু যেন আশ্রমের লতাপাতায়

[৯] রঘুবংশম্ ৬, ৮১

[১০] মেঘদুতম্ উত্তরমেঘ, ২৭

ঝরে পড়ে- কালিদাসের কলমে নারী ও প্রকৃতি একাকার। কুমারসম্ভবম্-এ পার্বতীর প্রেম এক তপস্যাময় বিরহ। শিবের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ প্রেম আত্মসংযমের কঠোর সাধনায় রূপ নেয়। "তপসা কিল বিশ্বস্য স্থিরতা"[১১]

অর্থাৎ, তপস্যাতেই বিশ্বের স্থিতি। উমার প্রেম তাই ব্যক্তিগত আকুলতা ছাড়িয়ে বিশ্বজনীন শক্তির প্রতীক। তাঁর বিরহ কেবল প্রিয়ালাভের বাসনা নয়; তা আত্মোন্নতির সোপান। সংবেদনশীলতা এখানে দুর্বলতা নয়, বরং আধ্যাত্মিক দৃঢ়তার প্রকাশ।

ঋতুসংহারে বিভিন্ন ঋতুর বর্ণনায় প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন ও বিরহের রূপ ফুটে উথেছে। বর্ষার দিনে প্রিয়ের অনুপস্থিতিতে নারীর হৃদয়ে ব্যাথার সুর ধ্বনিত হয়, আবার বসন্তে সে আশা উদ্দীপনায় ভরে ওঠে। কালিদাস বলেন –"প্রিয়বিরহকাতরাণাং হৃদয়ং ঋতুভিঃ..."[১২] অর্থাৎ প্রিয় বিরহে কাতর হৃদয় ঋতুচক্রে স্পর্শিত হয়।এখানে প্রকৃতি নারীর অন্তর্জগতের প্রতিচ্ছবি মেঘ, বায়ু, পুষ্প, চন্দ্র সবই তার অনুভূতির সহচর। বর্ষায় গম্ভীর মেঘরাশি ও সৌদামিনী নারীর হৃদয়ে প্রিয়বিরহের যন্ত্রণাকে আরও তীব্রতর করে তুলেছে। প্রোষিতভত্তৃকা নারীরা মালা, আভরণ ও অনুলেপন ত্যাগ করে প্রিয়ার জন্য উৎকণ্ঠিত।

কবিগুরু এ বিরহের মাঝে এক সার্বজনীন বিরহকে খুঁজে পেয়েছেন। তিনি বলেন- "প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতলস্পর্শ বিরহ। আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি সে আপনার মানসসরোবরের অগম্য তীরে বাস করিতেছে; সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোনো পথ নাই"।[১৩] কালিদাসের কাব্যে নারীর বিরহবেদনা কখনও অশ্রুসজল,কখনও ধ্যানমগ্ন, কখনও আত্মমর্যাদায় দীপ্ত। তাঁর নায়িকারা নিছক প্রেমের অবলম্বন নন; তাঁরা অনুভূতির গভীরতম সুর। বিরহ তাঁদের কাছে ক্ষয় নয়, এক অন্তর্লীন জাগরণ। সংবেদনশীলতা তাঁদের দুর্বলতা নয়, বরং সৃষ্টিশীল শক্তি। এইভাবেই কালিদাস নারীর হৃদয়কে প্রকৃতির মহিমার সঙ্গে মিলিয়ে এক চিরন্তন কাব্যজগৎ নির্মাণ করেছেন, যেখানে বিরহ মানেই ব্যাথা নয়, তা প্রেমের পরিশুদ্ধ রূপ; আর নারী মানেই আকঙ্খা নয়, তিনি অনুভূতির অনন্ত আকাশ।

কালিদাসের কাব্যে নারীর ভাবনাত্মক সন্তুলন: সংস্কৃত সাহিত্যের দিগন্তে কালিদাস এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর কাব্যে নারী কেবল প্রেমের অলঙ্কার নন, তিনি অনুভূতির কেন্দ্র, নৈতিকতার দিশারী এবং জীবনের গভীর মানবিকতার প্রতিমূর্তি। নারীর চিত্তের যে সূক্ষ্ম কম্পন, যে দ্বন্দ্ব, যে সংযম ও সমর্পণের সমবায় কালিদাস তারই এক অনন্য রূপকার। তাঁর রচনায় নারীর ভাবনাত্মক সন্তুলন (emotional balance) এক বিশেষ নন্দনতাত্ত্বিক ও দার্শনিক তাৎপর্য বহন করে।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম-এ শকুন্তলার চরিত্রে আমরা দেখি প্রেমের আবেগ ও লজ্জার সংযমের এক অপূর্ব সমন্বয়। দুষ্যন্তকে প্রথম দর্শনে তাঁর হৃদয়ে যে কম্পন জাগে, তা উচ্ছ্বাসে বহমান নয়; বরং তা অন্তর্মুখী, নিবৃত্ত, সংযত। কালিদাস বলেন- সে যেন আর-এক লতা, যার দোলনায় হৃদয়ের গোপন ভাষা ব্যক্ত হয়। শকুন্তলার প্রেম প্রকাশ্য নয়, তবু গভীর; স্পষ্ট নয়, তবু স্পর্শকাতর। তাঁর ভাবনায় আকুলতা আছে, কিন্তু তা কখনো অসংযত নয়। এ এক অন্তর্লীন আবেগ, যেখানে প্রেম ও মর্যাদা পাশাপাশি অবস্থান করে।

কুমারসম্ভব-এ পার্বতীর চরিত্র নারীর ভাবনাত্মক সন্তুলনের এক মহিমান্বিত দৃষ্টান্ত। তিনি একদিকে প্রেমাসক্তা, অন্যদিকে তপস্বিনী। শিবপ্রাপ্তির জন্য তাঁর কঠোর সাধনা কামনার অন্ধতা নয়; তা এক চেতনার

---

[১১] শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ ৩.১২.১৮

[১২] ঋতুসংহারম্ ৬, ২৫

[১৩] প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উত্তরণ। কালিদাস বলেন "তপঃ কিলেদং তদবাপ্তিসাধনম্।"[১৪] তপস্যার মাধ্যমেই শ্রেয়স লাভ হয়। পার্বতীর প্রেম দেহগত নয়, আত্মগত; কামনা নয়, ব্রত। তিনি আবেগে আবিষ্ট হলেও আত্মমর্যাদা বিসর্জন দেন না। এই সংযমই তাঁর ভাবনাত্মক ভারসাম্যকে মহত্ত্বে উন্নীত করেছে।

মেঘদূত-এ যক্ষপত্নীর চরিত্রে বিরহের যে রূপ ফুটে ওঠে, তা আর্তনাদময় নয়, বরং ধ্যানমগ্ন। স্বামীবিয়োগে তিনি ভেঙে পড়েন না; বরং স্মৃতির ভিতর দিয়ে বেঁচে থাকেন। কবি বলেন"প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিকবনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বসত্যঃ..."[১৫] প্রিয়ার হৃদয়ে সন্দেহ নয়, বিশ্বাসই প্রধান আশ্রয়। এখানে নারী বিরহিণী, কিন্তু অসহায় নন; তিনি অপেক্ষমাণ, কিন্তু ভগ্ন নন। তাঁর ভালোবাসা ধৈর্যের, তাঁর স্মৃতি আশার। এই ধৈর্যই নারীর ভাবনাত্মক শক্তির পরিচয় বহন করে।

রঘুবংশ-এ ইন্দুমতী বা অযোধ্যার রাণীদের চিত্রণে দাম্পত্য সম্পর্কের এক মর্যাদাপূর্ণ ভারসাম্য দেখা যায়। তাঁরা স্বামীর সহধর্মিণী—অধীন নয়, সহযাত্রী। এক স্থানে কবি ইঙ্গিত করেন- "গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ।"[১৬] গৃহিণী একই সঙ্গে পরামর্শদাত্রী ও সখী। এ উক্তির মধ্যেই নারীর ভাবনাত্মক অবস্থানের সংজ্ঞা নিহিত তিনি সংসারের অলঙ্কার নন, প্রজ্ঞার সহচরী। আবেগ ও প্রজ্ঞার এই যুগলবন্দিই কালিদাসীয় নারীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথ বলেন– "কালিদাস তাহার এই আশ্রমপালিতা উদ্ভিন্নযৌবনা শকুন্তলাকে সংশয়বিরহিত স্বভাবের পথে ছাড়িয়া দিয়াছেন, শেষ পর্যন্ত কোথাও বাধা দেন নাই। আবার অন্য দিকে তাহাকে অপ্রগল্‌ভা, দুঃখশীলা, নিয়মচারিণী, সতীধর্মের আদর্শরূপিণী করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।এক দিকে তরুলতাফলপুষ্পের ন্যায় সে আত্মবিস্মৃত স্বভাবধর্মের অনুগতা; আবার অন্যদিকে তাহার অন্তরতর নারীপ্রকৃতি সংযত, সহিষ্ণু, একাগ্রতপঃপরায়ণা, কল্যাণধর্মের শাসনে একান্ত নিয়ন্ত্রিতা। কালিদাস অপরূপ কৌশলে তার নায়িকাকে লীলা ও ধৈর্যের, স্বভাব ও নিয়মের, নদী ও সমুদ্রের ঠিক মোহনার উপর স্থাপিত করিয়া দেখাইয়াছেন"।"[১৭]

কালিদাসের কাব্যে নারী কখনো অতিরঞ্জিত রোমান্টিক প্রতিমা নন, আবার কেবল সহনশীলতার প্রতীকও নন। তিনি অনুভূতির গভীরতা, সংযমের দীপ্তি এবং আত্মমর্যাদার নীরব শক্তির সম্মিলন। প্রেমে লজ্জা, বিরহে ধৈর্য, তপস্যায় দৃঢ়তা, দাম্পত্যে সহমর্মিতা— এই চারটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়েই কালিদাস নির্মাণ করেছেন নারীর ভাবনাত্মক সন্তুলনের এক চিরন্তন রূপ। অতএব বলা যায়, কালিদাসের কাব্যে নারী কেবল নায়িকা নন, তিনি চেতনার সমতা, হৃদয়ের শুদ্ধতা এবং মানবিকতার সূক্ষ্ম সুষমার এক অনুপম রূপক।

কালিদাসের কাব্যে নারীর সৌন্দর্চেতনা: কালিদাসের কাব্যে নারীর সৌন্দর্যচেতনা কেবল বাহ্যিক রূপবর্ণনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; তা এক গভীর নান্দনিক ও আধ্যাত্মিক অনুভবের প্রকাশ। তাঁর কাব্যে নারী কখনো প্রকৃতির অনুরণন, কখনো প্রেমের প্রতিমা, কখনো আবার তপস্যার দীপ্ত আভা। রূপ, লজ্জা, কোমলতা, স্বাধিকারবোধ ও হৃদয়ের নিবেদন সব মিলিয়ে নারীমূর্তি তাঁর কাব্যে এক পরিপূর্ণ নন্দনসত্তা।

কালিদাস নারীর সৌন্দর্যকে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করেছেন। কুমারসম্ভবে পার্বতীর রূপবর্ণনায় তিনি বলেন "মুখেন সা পদ্মসুগন্ধিনা নিশি প্রবেপমানাধরপত্রশোভিনা।"[১৮] এখানে মুখ পদ্মের সঙ্গে, অধর পত্রদলের সঙ্গে

---

[১৪] কুমারসম্ভবম্ ৫, ৬৪

[১৫] মেঘদূত পূর্বমেঘ, ৮

[১৬] রঘুবংশম্ ৮, ৬৭

[১৭] প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৮] কুমারসম্ভবম্ ৫, ২৭

তুলিত কিন্তু এই উপমা নিছক অলংকার নয়; প্রকৃতির সৌন্দর্য যেন নারীর অঙ্গে প্রতিফলিত। নারী ও প্রকৃতি পরস্পরের প্রতিবিম্ব। আবার ঋতুসংহার–এ ঋতুভেদে রমণীদের রূপবদল বর্ণনা করতে গিয়ে কবি দেখিয়েছেন, বসন্তের কুসুম যেমন প্রস্ফুটিত হয়, তেমনি নারীর হৃদয়ও প্রেমস্পর্শে প্রস্ফুটিত হয়। প্রকৃতি এখানে নারীর অন্তর্জগতের রূপক।

কালিদাসের নায়িকারা অশ্লীলতামুক্ত, মার্জিত ও লাজুক। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্–এ শকুন্তলার প্রথম আবির্ভাবে দুষ্যন্তের দৃষ্টিতে তিনি যেন অরণ্যের হরিণীর মতো। লজ্জা আর সঙ্কোচ ভরা তাঁর নয়ন। এই লজ্জা তার দুর্বলতা নয়, বরং সৌন্দর্যের অলংকার। লজ্জাই নারীর প্রকৃত শোভা। নারীর সৌন্দর্যচেতনা এক নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সঙ্গে যুক্ত। মেঘদূতে বিরহিণী যক্ষিণীর চিত্রণে কবি এক অনুপম মানসিক সৌন্দর্য তুলে ধরেছেন। যক্ষ মেঘকে বলে— "স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্যাশ্রমেষু।"[১৯] সেই প্রিয়ার হৃদয়ে বিরহের অগ্নি জ্বললেও, তার প্রেম অটল ও নিবেদিত। এখানে নারী কেবল প্রতীক্ষমাণ প্রিয়া নয়; তার অনুভব গভীর, ধৈর্য অনিঃশেষ। প্রেমে তার আত্মসমর্পণ যেমন আছে, তেমনি আত্মমর্যাদাও অটুট।

কুমারসম্ভবে পার্বতীর তপস্যা নারীর আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতীক। তিনি কেবল শিবের পত্নী হবার আকাঙ্ক্ষায় তপস্বিনী নন; তিনি নিজের সত্তার পরিপূর্ণতার সন্ধানী। তপস্যার দ্বারা দেহ ক্ষীণ হলেও তার ধৈর্য নড়ে না। এই দৃঢ়তা নারীর অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচায়ক। সৌন্দর্য এখানে তপস্যার দীপ্তিতে আলোকিত। রবীন্দ্রনাথ বলেন "তিনি তপস্যা দ্বারা নিজের রূপকে অবন্ধ করিতে ইচ্ছা করিলেন। এখানে গৌরী তরুণার্ক-রক্তিম বসনে শরীর মণ্ডিত করিলেন না, কর্ণে চুতপল্লব এবং অলকে নবকর্ণিকার পরিলেন না; তিনি কঠোর মৌঞ্জীমেখলা-দ্বারা বল্কল বাঁধিলেন এবং ধ্যানাসনে বসিয়া দীর্ঘ অপাঙ্গে কালিমাপাত করিলেন"।[২০]

কালিদাসের কাব্যে শৃঙ্গাররসই প্রধান, কিন্তু তা কখনো কৃত্রিম নয়। নারীর রূপ বর্ণনায় তিনি চিত্রশিল্পীর সূক্ষ্মতা ও সংগীতজ্ঞের সুরলহরী মিশিয়েছেন। যেমন শকুন্তলার অকৃত্রিম রূপ বর্ণনায় তিনি বলেন "স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে।"[২১] নারীর মৃদু হাসি ও কোমল ভাষণ এই সামান্য ইঙ্গিতেই কবি পূর্ণ রূপমাধুর্য নির্মাণ করেন। তাঁর দৃষ্টিতে সৌন্দর্য কেবল দেহে নয়, আচরণে, বাক্যে ও অনুভবে। পার্বতী প্রিয়হৃদয়ে স্বীয় হৃদয়কে বিলীন করে দেওয়াকেই প্রকৃত সৌন্দর্য মনে করেন- "প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা"।[২২] সৌন্দর্য বাহ্যিক দেহাবরণে নয়; সৌন্দর্য অন্তরের দীপ্তিতে ও আচরণের শুদ্ধতায়। রবীন্দ্রনাথ বলেন "সৌন্দর্য যেখানে ইন্দ্রিয়কে ছাড়াইয়া ভাবের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে সেখানে বাহ্যসৌন্দর্যের বিধান তাহাতে আর খাটে না। প্রেমের মন্ত্রবলে মন যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে তাহাকে বাহ্য সৌন্দর্যের নিয়মে বিচার করাই চলে না।"

কালিদাসের কাব্যে নারীর সৌন্দর্যচেতনা বহুমাত্রিক— প্রকৃতির সহচরী, প্রেমের সাধিকা, লজ্জার অলংকারে শোভিতা, আবার তপস্যায় দীপ্ত আত্মমর্যাদাশীলা। তাঁর নায়িকারা কোনো একমাত্রিক প্রতিমা নন; তারা রস, রূপ, ধর্ম ও চেতনার সমন্বিত প্রতিরূপ। এইজন্যই কালিদাসের কাব্যে নারী কেবল দর্শনের বিষয় নয়, অনুভবের সঙ্গিনী রূপে মাধুর্য, মনে অনন্ত গভীরতা, আর সত্তায় এক চিরন্তন নন্দনের আলোকধারা।

---

[১৯] মেঘদূতম্ পূর্বমেঘ, ১

[২০] প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২১] অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ২, ৯

[২২] কুমারসম্ভবম্ ৫, ১

উপসংহার: আলোচনার শেষে বলতে পারি যে, কালিদাসের নারীর মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ অত্যন্ত দুরহ, তবুও বলা যায় কালিদাসের জীবন দর্শনে নারী এসেছে তার কাব্যের সঙ্গিনী রুপে, তার ভাবনার সহচরে নারী কখনো নায়িকা কখনো বা প্রতিবাদী কখনও বা স্বপ্নচারিনি। জীবন ও জগত সম্পর্কে সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও মার্মিক উপলব্ধি তাঁর রচনার পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে। তাঁর লেখনীর স্পর্শে সংস্কৃত সাহিত্য আলোকিত; আর সেই আলোকময় সাহিত্যগগনের কেন্দ্রমণ্ডলে আছে নারী। নারীর ভাবনা আর সূক্ষ্মতম অনুভূতি তাঁর কাব্যে প্রাণধারারূপে প্রতিষ্ঠিত। নারীর অন্তর্মনে সূক্ষ্ম কম্পন, অন্তর্লীণ আবেগ, প্রেম-বিরহ, হর্ষ-বিষাদ প্রত্যেক গহন অনুভূতির এক অনন্য রূপকার তিনি। তাঁর কাব্যে নারী বিধাতার অপ্রতিম সৃষ্টি স্ত্রীরত্নতুল্য। অন্তরের শুদ্ধতায়, আচরণের পবিত্রতায় ও চেতনার দীপ্তিতে তাঁরা সতত দেদীপ্যমান। নারীর প্রেম শাশ্বত আনন্দময়, বিরহ তপস্যাময় ও সৌন্দর্য কল্যাণময়। প্রেমের শুদ্ধতা আর পবিত্রতাবলে শকুন্তলার প্রেম স্বর্গীয় সুষমায় মহিমান্বিত। নারীর কোমলতা, ত্যাগশক্তি, আত্মমর্যাদা শাশ্বত মানবীয় মূল্যবোধকে জাগ্রত করে।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. আচার্য, রামণারায়ণ। কুমারসম্ভবম্। মুম্বাই: নির্ণয় সাগর প্রেস, ১৯৫৫।
২. চক্রবর্ত্তী, সত্যনারায়ণ। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৫৯।
৩. ত্রিপাঠী, শ্রীকৃষ্ণমণি। রঘুবংশম্। বারাণসী: চৌখাম্বা সুরভারতী প্রকাশন, ১৯০৩।
৪. পান্ডে, এস। মেঘদূতে নারী সংবেদনশীলতার চিত্রায়ন। দিল্লী: সাহিত্য একাডেমী, ২০১৫।
৫. ভট্টাচার্য, শ্রীমদ্ গুরুনাথ বিদ্যানিধি। রঘুবংশম্. কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৬।
৬. মিশ্র, শ্রী রামচন্দ্র। মালবিকাগ্নিমিত্রম্। বারাণসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত সীরিজ অফিস, ১৯৯৩।
৭. মিশ্র, শ্রীরামচন্দ্র। বিক্রমোর্বশীয়ম্। বারাণসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত সীরিজ অফিস, ১৯৫৩।